রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ মাঘ, ১৪২৮ মোতাবেক ২৩ জানুয়ারি, ২০২২

নিম্নলিখিত বিলটি ০৯ মাঘ, ১৪২৮ মোতাবেক ২৩ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৪/২০২২

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৪৪) এর পর নিম্নরূপ দফা (৪৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৪৪ক) **"পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা"** অর্থ পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বা সাময়িকভাবে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি;"; এবং

(খ) দফা (৫৮) বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য : টাকা ৮·০০

৩। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "এক হাজার পাঁচশত" শব্দগুলির পরিবর্তে "দুই হাজার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত ":" কোলন চিহ্নের পরিবর্তে "।" দাঁড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন পৌরসভা এই আইনে বর্ণিত শর্তাবলি বা বিধান প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পৌরসভার বিলুপ্তি ঘোষণা করিতে পারিবে।"।

৬। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ";" সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঝ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হন।"।

৮। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত "সচিবের" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) এই আইনের অধীন নূতন কোন পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হইলে অথবা কোনো পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সরকারি কর্মকর্তাকে অথবা সরকার উপযুক্ত মনে করেন এমন কোন ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।"।

১০। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এ উল্লিখিত "সচিবসহ" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তারসহ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দটির পরিবর্তে "অথবা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে "; অথবা" সেমিকোলন চিহ্ন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতাদি একাদিক্রমে ১২ (বারো) মাস বকেয়া থাকিলে।"।

১২। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৬৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৬৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর উপান্তটীকায় এবং উক্ত ধারায় উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৬৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ৭৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "একজন সচিব এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা" শব্দগুলি ও অক্ষরটির পরিবর্তে "একজন পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৯ম হইতে ১২তম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৬) কোনো ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদের অংশবিশেষ সমন্বয়ে কোনো পৌরসভা গঠিত হইলে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদের অংশবিশেষের জনবল, ক্ষেত্রমত, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যোগ্যতা ও স্ব স্ব পদের বিপরীতে বেতন স্কেল অনুযায়ী উক্ত পৌরসভায় আত্তীকৃত হইবে।"।

১৭। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ১১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৩ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ১১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৪ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের পঞ্চম তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের পঞ্চম তফসিলের—

(ক) ক্রমিক নম্বর (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ক্রমিক নম্বর (৪) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) ক্রমিক নম্বর (৫) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) ক্রমিক নম্বর (৬) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

(১) বর্তমানে সারাদেশে ৩২৮টি পৌরসভা শহর পর্যায়ে নাগরিক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পৌরসভা সংক্রান্ত সকল আইন/অধ্যাদেশ একীভূত ও সমন্বিত করে ২০০৯ সালে "স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯" (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে "স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০" (২০১০ সনের ৫২ নং আইন) দ্বারা আইনটি সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ০৩ নভেম্বর তারিখে "স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১৫" (২০১৫ সনের ২৪ নং আইন) দ্বারা আইনটি পুনরায় সংশোধন করা হয়।

(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নত জীবন ও পর্যাপ্ত নাগরিক সেবার প্রত্যাশায় অধিক সংখ্যক মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। একইসাথে শহর এলাকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন নতুন অনেক পৌরসভা গঠিত হবার পর দেখা যায় যে, পৌরসভার নাগরিক সেবা প্রদান এবং নিজস্ব প্রশাসন পরিচালনার সক্ষমতা থাকে না। সুশাসন নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে শহরগুলোকে বাসযোগ্য করতে শহর গঠনে জনসংখ্যার ঘনত্বের মান পরিবর্তন প্রয়োজন।

(৩) বিদ্যমান আইনে পৌরসভাসমূহের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন পরিষদ ১ম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, পূর্বের পরিষদ দায়িত্ব পালন করতে পারে। অনেক সময় পৌরসভার মেয়াদ শেষ হলেও বিভিন্ন কারণে রিট মামলা বা অন্য কোন মামলা করে মেয়াদোত্তীর্ণ পরিষদ অনির্ধারিত সময়ের জন্য পৌর প্রশাসন পরিচালনা করে। ফলে আইনের এ শর্তটি সংশোধনক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ পৌরসভার ক্ষেত্রে নতুন পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(৪) বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ না করায় অধিকাংশ পৌরসভায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দীর্ঘদিন বকেয়া থাকার কারণে এসকল পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মানবেতর জীবনযাপন করছে। ফলে এসকল পৌরসভায় সুশাসন এবং নাগরিক সেবা প্রদান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে যা বাসযোগ্য শহর ও উন্নত রাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়। সে কারণে পৌরসভা তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান বিষয়টি নিশ্চিতকরণার্থে বিদ্যমান আইনে সুনির্দিষ্ট কিছু সংশোধন/সংযোজন জরুরি। এছাড়া নতুন পৌরসভা গঠিত হলে বা কোন ইউনিয়নের অংশবিশেষ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হলে বিলুপ্ত ইউনিয়নের বা ইউনিয়নের বিলুপ্ত অংশে কর্মরত কর্মচারীদের পৌরসভায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিদ্যমান আইনে কিছু বলা নাই। সুতরাং এ বিষয়টিও আইনে সংযোজন করা প্রয়োজন।

(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫-১০-২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৩১১.০৬.১১৭.২১. ৪১৩(২) নং পরিপত্র মোতাবেক স্থানীয় সরকার বিভাগের অধঃস্তন অফিসের পদনাম ও পদবি সৃজনের ক্ষেত্রে সরকারি পদনাম ও পদবি সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব ও সিনিয়র সচিব এর পরিবর্তে অন্য কোন পদনাম ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং আইনের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত 'সচিব' ও 'সচিবসহ' শব্দদ্বয় পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট ধারা, উপ-ধারা, দফা ও ক্রমিক নম্বরসমূহ সংশোধন করা প্রয়োজন।

(৬) **বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২'** শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

মোঃ তাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

তন্দ্রা শিকদার
অতিরিক্ত সচিব (আই পিএ)।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd